দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

মেডিক্যাল টেকনোলজি শিক্ষার উন্নয়নে দরকার সমন্বিত ব্যবস্থা

–জাতীয় অধ্যাপক ডা: এম আর খান

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান প্রচলিত মেডিক্যাল টেকনোলজি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত মেডিক্যাল টেকনোলজি ব্যবস্থা চালু করার আহবান জানান। জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয় উন্নয়নে স্বাস্থ্য প্রযুক্তি শিক্ষার ভূমিকাঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক সম্প্রতি এক সেমিনারে তিনি একথা বলেন। তিনি প্রতিবেশী দেশসমূহ ছাড়াও উন্নত দেশসমূহের প্রচলিত মেডিক্যাল টেকনোলজি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা আমাদের দেশে কাজে লাগানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ আঃ বাসেদের সভাপতিত্বে গাজী আঃ সালাম সেমিনার পরিচালনা করেন। মোঃ আকরাম হোসেন মেডিক্যাল টেকনোলজির শিক্ষার অব্যবস্থাপনার বিষয় উল্লেখ করে বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ১৯৬৩ সন থেকে তার অধীনে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে প্রথমে এক বছর ও দুই বছর সর্বশেষ ১৯৮৬ সনে পলিটেকনিক ডিপ্লোমাদের সমমান করার লক্ষ্য মেডিক্যাল টেকনোলজি কোর্সটির মেয়াদ ৩ বছরে উন্নীত করে ২০০৬ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯৭০০ জন বিভিন্ন গ্রুপের (ল্যাব, ডেন্টাল, এক্স-রে, সেনিটারি, ফিজিওথেরাপি, রেডিওথেরাপী) টেকনোলজিস্ট তৈরি করা গেছে। অথচ আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ডাক্তার: টেকনোলজিস্টের অনুপাত হচ্ছে ১:৭। এই হিসেবে ৪১ হাজার ৬০০ ডাক্তারের বিপরীতে টেকনোলজিস্ট প্রয়োজন প্রায় ৩ লাখ। যা আগামী ১০০ বছরেও হবে কিনা সন্দেহ। কারণ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে চালু ৩ টি সরকারি ও ৩০টি বেসরকারি আইএইচটি এর ২০০৯ সন থেকে বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৩৪৮০টি। অপরদিকে বেসরকারিভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন পূর্ণ হয় না। ২০০৫ সনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোর্সকে উচ্চমাধ্যমিক সমমানের ঘোষণা করতে অসম্মতি জানায় শিক্ষার মান যথাযথ না হওয়ায়। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৩ সন থেকে পরিচালিত বিএসসি কোর্সে (ল্যাব, ফিজিওথেরাপি) ৪র্থ বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটহীনতায় তারা সনদ পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঢাকা ও রাজশাহী সরকারি আইএইচটিতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি সাপেক্ষে বিএসসি কোর্স (ল্যাব, ফিজিওথেরাপি) চালুর অনুমতি দিয়েছে। শিক্ষার মূল্যায়ন কিভাবে হবে? যারা বিএসসি পড়ার সুযোগ পাবে না তাদের উচ্চশিক্ষার পথ খোলা রাখতে কোন ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি উক্ত সিদ্ধান্তে।

ভাষাসৈনিক অধ্যাপক ডাঃ মীর্জাহারুল ইসলাম মেডিক্যাল টেকনোলজি শিক্ষার উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের নিয়মিতভাবে বইয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে উপদেশ দেন।

টিএমএমএসএস-এর পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ হোসনে আরা বেগম তার নিজের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট তৈরির জন্য গৃহীত সমন্বিত মেডিক্যাল টেকনোলজি শিক্ষা চালুর লক্ষ্যে সহায়তা চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পাঠিয়েও কোন জবাব না পাওয়ার দুঃখ প্রকাশ করেন।– প্রেস বিজ্ঞপ্তি